

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশের প্রতিটি সমাজে নাস্তিক্যবাদিতার প্রচারে আমাদের
করণীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুরমা আক্তার

রোলঃ 228020167

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশের প্রতিটি সমাজে নাস্তিক্যবাদিতার প্রচারে আমাদের
করণীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুরমা আক্তার

রোলঃ 228020167

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ বাংলাদেশের প্রতিটি সমাজে নাস্তিক্যবাদিতার প্রচারে আমাদের করণীয় ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুরমা আক্তার, আইডিঃ 228020167 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ বাংলাদেশের প্রতিটি সমাজে নাস্তিক্যবাদিতার প্রচারে আমাদের করণীয় ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সুরমা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সুরমা আক্তার

আইডিঃ 228020167

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১.ভূমিকা	5
২.নাস্তিক্যবাদ কী	6
৩.নাস্তিক ও আস্তিকের মধ্যে পার্থক্য	6
৪.নাস্তিক্যবাদের কারণ	7
৪.১পারিবারিক কারণ:.....	7
৪.২সামাজিক কারণ:.....	8
৪.৩মিডিয়ার প্রভাব:.....	8
৫.বাংলাদেশের নাস্তিক্যবাদি তৎপরতা	9
৫.১বর্তমান প্রজন্মে নাস্তিক্যবাদের মূলে কারা:.....	10
৫.২ইন্টারনেটে নাস্তিক্যবাদি প্রচারণার ব্যাপকতা:.....	10
৬.নাস্তিক্যবাদের হিংস্র প্রভাব	11
৬.১ব্যক্তিজীবনে প্রভাব:.....	11
৬.২পারিবারিক প্রভাব:.....	12
৬.৩সামাজিক প্রভাব:.....	14
৭.বেশিরভাগ নাস্তিকরা ইসলামবিদ্বেষী	15
৮.নাস্তিক্যবাদী অপতৎপরতা মোকাবেলায় করণীয়:	16
৮.১ দ্বীনি শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ:.....	16
৮.২ পারিবারিক সচেতনতা:.....	17
৮.৩সামাজিক সচেতনতা:.....	17
৮.৪ মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রচারণা:.....	18
৯. উপসংহার	18

১.ভূমিকা

নাস্তিক্যবাদ যা বর্তমানে ব্যাপকভাবে আমাদের দেশের প্রতিটি সমাজে প্রচার করা হচ্ছে আমাদের বর্তমান প্রজন্মকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে। নাস্তিক্যবাদ প্রচারকারীদের উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা ও অপব্যাক্যার মাধ্যমে একজন মানুষকে তার নির্দিষ্ট জীবন পদ্ধতি থেকে বের করে ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা নিয়ে জীবন যাপন করতে উদ্বুদ্ধ করা। যা আমাদের সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে এবং বর্তমান প্রজন্মকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

তাদের এই অসৎ উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করতে এবং আমাদের বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে এদের কবল থেকে বাচাতে নাস্তিক্যবাদিতা প্রচারের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তাই সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রতিরোধের চেষ্টা করতে হবে।

২.নাস্তিক্যবাদ কী

‘নাস্তিক্যবাদ’ এটিকে ইংরেজিতে বলা হয় Atheism. Atheism শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রিক শব্দ Athos থেকে। শব্দটি সেই সকল মানুষকে নির্দেশ করে যারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নেই বলে মনে করে এবং প্রচলিত ধর্মগুলোর প্রতি অন্ধবিশ্বাসকে যুক্তি দ্বারা ভ্রান্ত বলে প্রমান করে।

নাস্তিক্যবাদ বলতে এমন একটি দর্শনকে বোঝানো হয় যাতে স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না। দিন দিন মুক্ত চিন্তা, সংশয়বাদী চিন্তাধারা এবং ধর্মসমূহের সমালোচনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাস্তিক্যবাদেরও ব্যাপক প্রসার ঘটছে।

৩.নাস্তিক ও আস্তিকের মধ্যে পার্থক্য

আস্তিক বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করেন ও স্বীকার করেন। আস্তিক ব্যক্তি নির্দিষ্ট একটি জীবন-পদ্ধতি মেনে জীবন-যাপন করে থাকেন। নাস্তিক বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে না এবং অস্বীকার করে যে সৃষ্টিকর্তা আছেন। নাস্তিকরা নির্দিষ্ট কোনো জীবন পদ্ধতি মেনে থাকে না। তারা বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারা তাদের ভ্রান্ত ধারণা ও অপব্যখ্যার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার কোনো অস্তিত্ব নেই এটা প্রমান করার অপচেষ্টা করে থাকে।

৪.নাস্তিক্যবাদের কারণ

একজন ব্যক্তি নাস্তিক্যবাদ চিন্তাধারী হওয়ার পিছনে বিভিন্ন ধরনের কারণ থাকে। একজন ব্যক্তির চিন্তাধারা বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে তার পরিবারের ভূমিকা থাকে, আশেপাশের সামাজিক পরিবেশের প্রভাব থাকে এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমেরও প্রভাব থাকে। নাস্তিক্যবাদের কয়েকটি কারণ নিয়ে আলোচনা করা হলো:-

৪.১পারিবারিক কারণ:

পরিবার হলো একটি শিশুর জীবনের প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।ব্যক্তির চিন্তাধারা সঠিকভাবে বিকশিত হওয়া নির্ভর করে পরিবারের লোকজনদের চিন্তাধারা ও আচার-আচরণের উপর।পরিবারের মধ্যে যদি ধর্মের জ্ঞান না থাকে, সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস না থাকে, তাঁর সাথে ভালো সম্পর্ক না থাকে তখন একটি শিশু এমন পরিবেশে বেড়ে ওঠার কারণে তার সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা পায় না এবং সৃষ্টিকর্তার সাথে তার কোনো সম্পর্কও তৈরি হয় না। ফলে ধীরে ধীরে সে বিকৃত চিন্তাধারী হিসেবে বেড়ে ওঠে এবং একসময় তার মধ্যে নাস্তিক্যবাদের বিস্তার ঘটে। কারণ শিশুরা হলো অনুকরণপ্রিয়, তারা যা দেখে তাই শিখে। এছাড়াও পরিবারের অসচেতনতার কারনেও মাঝে মাঝে একজন ব্যক্তির মধ্যে নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারা গঠিত হতে পারে। অনেক সময় পরিবারের বাইরের কোনো অবিশ্বাসীর সাথে চলাফেরা করার কারণে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেই ব্যক্তিটিও অবিশ্বাসী হয়ে উঠে।

৪.২সামাজিক কারণ:

ব্যক্তির সঠিক ও সুন্দর চিন্তাধারা বিকশিত হওয়ার জন্য যেমন পরিবারের ভূমিকা থাকে তেমনি তার চারপাশের পরিবেশের অর্থ্যাৎ সামাজিক পরিবেশের ভূমিকাও থাকে। ধীরে ধীরে আমাদের দেশের সমাজ-ব্যবস্থা পশ্চিমামুখী হয়ে যাচ্ছে। সমাজে বিভিন্ন ধরনের অশ্লীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজ ব্যক্তি স্বাধীনতা দেওয়ার নামে একজন ব্যক্তিকে তার ধর্মীয় জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। কারণ ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে তারা এটা বুঝায় যে কারোর কোনো নির্দিষ্ট জীবন- পদ্ধতি মেনে চলতে হবে না, যার যেভাবে ইচ্ছে সে সেভাবেই তার জীবনযাপন করতে পারবে। যার ফলে ব্যক্তি নিজের ভুল ও ভ্রান্ত চিন্তাধারাকে সঠিক মনে করে এবং কেউ তাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করলেও তাকে প্রত্যাখান করে। সামাজিক পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণে সমাজ থেকে ধর্মীয় নীতিগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে মানুষের মাঝে বিকৃত চিন্তার বিস্তার ঘটছে।

৪.৩মিডিয়ার প্রভাব:

বিভিন্ন প্রচার মিডিয়াগুলো আপাতদৃষ্টিতে মানুষের কল্যাণের জন্য উপকারী মনে হলেও সেগুলো শুধু তাতেই সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমানে মিডিয়াগুলো ধর্মীয় বিশ্বাসের অপব্যাখ্যা ও বিভিন্ন অযৌক্তিক ধারণা প্রচার করে থাকে। বিভিন্ন প্রচারণার মাধ্যমে তারা মানুষের প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাসকে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকে এবং প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাসকে অন্ধবিশ্বাস বলে থাকে। এই মিডিয়াগুলো বৈজ্ঞানিক অপব্যাখ্যার প্রচারণার মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের যে একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন সেই বিশ্বাসকে মানুষের সামনে ভুল ও ভ্রান্ত হিসেবে উপস্থাপন করছে। ফলশ্রুতিতে এমন কিছু মানুষ যাদের মধ্যে ছোটবেলা থেকে ধর্মীয় জ্ঞান নেই তারা মিডিয়ার

এসকল প্রচারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। ফলে তাদের মনে অবিশ্বাসের সূচনা ঘটে।

৫.বাংলাদেশের নাস্তিক্যবাদি তৎপরতা

ধর্মপ্রান বাংলাদেশে নাস্তিকের সংখ্যা বরাবরই কম ছিল। এরা সংখ্যায় কম হলেও এদের প্রচার ও বুদ্ধিবৃত্তির বলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিপরীতে অবস্থান নেবার দুঃসাহস দেখাতে পারছে। মূলত গেল শতাব্দীর শুরুভাগে রাশিয়ার কমিউনিজমে বিশ্বাসীরা এদেশে নাস্তিকতার প্রসার ঘটিয়েছে।

স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদের প্রকাশ্য রূপ দেখা দেয়। ১৯৭৩ সালে তরুণ কবি দাউদ হায়দার একটি কবিতায় অত্যন্ত নোংরা ভাষায় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যিশুখ্রিস্ট ও গৌতমবুদ্ধকে নিয়ে ন্যাকারজনক কবিতা লিখেন। যে কয়টি লাইনের জন্য তিনি দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন তা ছিল এমন:

“অদ্ভুত আলখেলা পরিহিত মিথ্যুক বুদ্ধ
বুধি বৃঞ্জতলে যিশু ভন্ড শয়তান, মোহাম্মদ আরেক বদমাশ চোখে মুখে
রাজনীতির ছাপ।”

কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পর ক্ষোভে ফেটে পড়ে সারাদেশের ধর্মপ্রান মানুষ এবং ঘোর প্রতিবাদ জানায়।

৫.১বর্তমান প্রজন্মে নাস্তিক্যবাদের মূলে কারা:

বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদকে প্রকাশ্যে বলে বেড়াবার দুঃসাহস দেখান চট্টগ্রামের প্রয়াত জ্ঞানপাপী ড. আহমদ শরীফ। সারাজীবন তিনি তার ছাত্রদের মধ্যে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করেন। নাস্তিক্যবাদীরা প্রধানত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তাদের নাস্তিক্যবাদ মতবাদ প্রচার করে থাকে।

আহমদ শরীফের পর তার ভাবশিষ্য গনধিকৃত ও দেশান্তরিত সস্তা লেখিকা তসলিমা নাসরিন এবং তারমতো আরেক জ্ঞানপাপী ড. হুমায়ুন আজাদ বর্তমান প্রজন্মের নাস্তিকতায় পথিকৃতির ভূমিকা রাখে। তারা তাদের সস্তা ও অশ্লীল লেখালেখির মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে নাস্তিক্যবাদিতার প্রচার করে।

৫.২ইন্টারনেটে নাস্তিক্যবাদি প্রচারণার ব্যাপকতা:

তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারে মত প্রকাশের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে ওঠা ব্লগকে একশ্রেণীর মানুষ ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার ও ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিক যুবগোষ্ঠী মহান আল্লাহ, পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন, মহানুভব নবী, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ঈদ, সালাত, সিয়াম ও হজ সম্পর্কে কদর্য ভাষায় বিষোদগার করে মুসলমানদের ইমান ও আকীদায় আঘাত হানছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে এসব নাস্তিকেরা তাদের ব্লগে ইসলামী বিধান, রীতি-নীতিকে কটাক্ষ করছে প্রকাশের অযোগ্য ভাষায়।

৬.নাস্তিক্যবাদের হিংস্র প্রভাব

নাস্তিক্যবাদের কারনে আজ ধ্বংস হচ্ছে মানবজীবন।নাস্তিক্যবাদের ফলে দিনে দিনে মানুষের মানবিক জীবনের অবক্ষয় ঘটছে। এই বিকৃত চিন্তাধারা সৃষ্টিকর্তার প্রতি অবিশ্বাস শুধুমাত্র ব্যক্তিজীবনেই সীমাবদ্ধ নয়। এর বিস্তারিত প্রভাব পড়ছে ঐ ব্যক্তির পারিবারিক জীবনে ও সামাজিক জীবনে।

৬.১ব্যক্তিজীবনে প্রভাব:

নাস্তিক্যবাদ মানুষের মন ও মননকে সঠিক ও সুস্থভাবে প্রতিপালিত হতে দেয় না। ফলে একজন নাস্তিক রুঢ়-স্বভাব ও অনুভূতিহীন হয়ে বেড়ে ওঠে।

নাস্তিক্যবাদের কবলে পড়ে একজন ব্যক্তি আত্মচিন্তামগ্ন ও স্বার্থপর হয়ে যায়।নাস্তিক ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র তার নিজের স্বার্থসিদ্ধির কথাই চিন্তা করে থাকে। ধর্ম সবসময় মানুষকে অন্যের জন্য নিজের সাধ্যমতো সাহায্য- সহযোগিতা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু নাস্তিকের মনে ধর্মের প্রতি বিশ্বাস না থাকার ফলে তার অন্তরে জন্ম নেয় ব্যক্তিচিন্তা ও আত্মপরায়নতা।আত্মকেন্দ্রিক হওয়ায় একসময় তার কাছে পারিবারিক সম্পর্কেরও কোনো মূল্য থাকে না। এভাবেই দেখা যায় একসময় পরিবার থেকে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে। ফলে তারা তাদের জীবনে একাকী হয়ে যায়।একাকী হওয়ায় একসময় তাদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট, নিজের অস্থিরতার কথাগুলো বলার জন্যে তাদের পাশে কোনো সুহৃদ দেখতে পায় না। ফলে তারা মানসিক অশান্তিতে ভোগে এবং পেরেশানিতে থাকে।

নাস্তিক্যবাদী ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার প্রতি অবিশ্বাসী হওয়ায় সে পরকালের হিসাব-নিকাশ ও ভালো-মন্দে বিশ্বাসী নয়। যার ফলে তার জীবন নিয়ন্ত্রনশূন্য ও লাগামহীন হয়ে ওঠে। অন্যায় ও অপরাধ থেকে তাকে ফিরিয়ে রাখার মতো কোনো ভয় তার ভেতর থাকে না। তার মধ্যে জবাবদিহিতার কোনো ভয় না থাকায় তারা সকল ধরনের অন্যায় ও গর্হিত কাজে লিপ্ত থাকে। আর এভাবে নাস্তিক্যবাদী ব্যক্তি তার ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস করছে। আর তার জীবন ভরে উঠে হতাশা,বিশৃঙ্খলা আর অপরাধের অভিশাপে।

৬.২পারিবারিক প্রভাব:

নাস্তিক্যবাদ কেবলমাত্র মানুষের ব্যক্তিজীবনেই প্রভাব ফেলে না, বরং স্বাভাবিকভাবেই সেই প্রভাব বিস্তৃত হয় তার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এবং সেটাকে গুঁড়িয়ে দেয়।

মানবীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রধান উপাদান হচ্ছে পরিবার। আর যখন নাস্তিক্যবাদের কারণে সুন্দর ও সুস্থ মানবতা নষ্ট হয়ে যায়, তখন পারিবারিক বন্ধনও অসুস্থ ও অসুন্দর হয়ে পড়ে। একটি পরিবারের প্রধান পুরুষ স্বামীর স্বভাব নষ্ট হলে তার বিস্তৃত প্রভাব স্ত্রী পর্যন্ত এবং সেখান থেকে সন্তানদের প্রতি গড়ানোই স্বাভাবিক। একইভাবে পরিবারের স্ত্রীর ভেতর যদি আল্লাহর ভয় না থাকে, তার অন্তরে যদি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস না থাকে তবে এর প্রভাব অনিবার্যভাবেই স্বামী-সন্তানদের ওপর পড়ে। আর এভাবেই পরিবারের একজন মন্দ মানুষের কারনে একসময় গোটা পরিবার নষ্ট হয়ে পড়ে। নাস্তিক্যবাদ ঠিক সেই ধ্বংসের কাজটাই করছে নিপুণভাবে। আর সেই কারনেই বর্তমানে নাস্তিক্যবাদী সমাজে এমন কোনো পরিবার খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে পরিবারের সকলের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রয়েছে। পরিবারে সুন্দর সম্পর্ক বজায় না থাকলে

সুখম পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয় । ফলে ঐ সকল পরিবারে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যকার সম্পর্কের তাৎপর্য ও হারিয়ে যায় ।

তাৎপর্যহীন সেই সম্পর্কের ভেতর তখন থাকে কেবল আত্মপরায়নতা । সেখানে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা, নিখাঁদ ভালোবাসা কিংবা ত্যাগ ও কুরবানীর ছিঁটেফোঁটাও থাকে না । কারণ পরকালের হিসাব নিকাশ আর ভালো-মন্দ পরিনতিতে অবিশ্বাসী একটি পরিবারের মধ্যে কখনো ত্যাগ-তিতিষ্কার মন-মানসিকতা সৃষ্টি হতে পারে না । কারণ তখন নাস্তিকদের মনে প্রশ্ন জাগে যে পরিবারের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে কী লাভ, আর তারা এই প্রশ্নের কোনো জবাব পায় না । নাস্তিক্যবাদী একটি সন্তান তার পিতামাতার প্রতি দায়িত্বশীল থাকে না । কারণ সে আল্লাহ তায়ালার প্রতি অবিশ্বাসী হওয়ার ফলে জানে না যে তার পিতামাতার বার্ধক্য কিংবা দুরাবস্থায় তাদেরকে সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সে আদিষ্ট । ব্যক্তিস্বার্থ কাজ না করলে তারা পরিবারের সাথে সুখম সম্পর্ক বজায় রাখবে না । এভাবেই নাস্তিক্যবাদের কবলের মধ্য পড়ে পারিবারিক বন্ধন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ।

নাস্তিক্যবাদ পারিবারিক বন্ধনের এতখানি ক্ষতি করেও নিরস্ত থাকেনি, বরং এটা সর্বনাশের এমন সবদিক উন্মোচিত করেছে যা ভাবতেও অবাক লাগে । জীবনের ভোগ-বিলাস পূর্ণ মাত্রায় আশ্বাদন করতে গিয়ে একজন অবিশ্বাসী মানুষের কাছে বৈবাহিক ও পারিবারিক বন্ধন ধরে রাখার বিষয়টিও বোকামি ও নিরুদ্ভিতার বলে মনে হয় । যার ফলে তালাক ও বিচ্ছেদ, ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হওয়া, এমনকি নিজের জীবন সঙ্গীর সাথে খেয়ানতের মতো সর্বনাশা ঘটনাগুলোও অতি সহজেই ঘটে থাকে । আর এভাবেই নাস্তিক্যবাদ পারিবারিক ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিচ্ছে ।

৬.৩ সামাজিক প্রভাব:

পরিবার হলো সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক উপকরন। সুতরাং পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংসের ফলে সমাজ ব্যবস্থায়ও সেই ধ্বংস ও বিলুপ্তি নেমে আসবে সেটাই স্বাভাবিক। কেননা একটি পরিবার প্রতিনিয়ত সমাজকে নতুন নতুন সদস্য সরবরাহ করে। সুতরাং পরিবার যদি সমাজের কাছে নষ্ট ও বিপথগামী সদস্য সরবরাহ করে তবে সন্দেহ নেই একসময় পুরো সমাজ নষ্ট ও বিপথগামী হয়ে পড়বে। সামাজিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি তার জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে চলাফেরা করে থাকে। আর সর্বত্রই এই মানুষটি তার আশেপাশের মানুষের সঙ্গে সেভাবেই আচরণ করবে যা তার পরিবার তাকে শিক্ষা দিয়েছে। নাস্তিক্যবাদী পরিবারে একজন ব্যক্তি কেবল ব্যক্তিচিন্তা আর স্বার্থপরতাই শিখবে, আর সেভাবেই সমাজে সে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করবে। ফলে গোটা সমাজটাই পরিনত হবে একটি স্বার্থপর সমাজে। যেখানে কেউ অন্যের দুঃখ-কষ্টের সময়, দুরাবস্থায় সাহায্য-সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসবে না। তারা কেবল সেসকল কাজেই নিজেকে যুক্ত করবে যেখানে ব্যক্তির নিজের স্বার্থসিদ্ধি হবে। ফলে একসময় পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতার অনুভূতি, অপরের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করার মানসিকতা সেই পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয়ে যাবে। সমাজের প্রতিটি মানুষই খুঁজতে থাকবে দুর্নীতি আর অন্যায় প্রভাব খাটিয়ে উদ্দেশ্য হাসিলের নতুন নতুন পন্থা ও পদ্ধতি।

আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস ও ভীতি থেকে উদাসীন নাস্তিক্যবাদী একটি সমাজ কখনো সুস্থ ও সবল সমাজ হিসেবে টিকে থাকতে পারে না। সেখানে ঘটতে থাকে অন্যায়, অশ্লীলতা, পাপাচার আর নীতিহীনতার ঘটনা। সেখানে সবলরা দুর্বলদের ওপর জুলুম করে। আর দুর্বলরা সবলদের

জুলুম থেকে বাঁচার জন্য মুনাফেকির আশ্রয় নেয়। আর এগুলোই তখন পরিনত হয় সেই সমাজের মানুষের আচার-আচরনের মূলনীতি হিসেবে। এভাবেই নাস্তিক্যবাদিতার ফলে ধ্বংস হয়ে যায় একটি সুন্দর ও সুষম সামাজিক ব্যবস্থা।

৭.বেশিরভাগ নাস্তিকরা ইসলামবিদ্বেষী

নাস্তিক্যবাদিতা বলতে প্রচলিত সকল ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসকেই বুঝানো হলেও বেশিরভাগ নাস্তিকেরাই শুধুমাত্র ইসলাম-বিদ্বেষীই হয়ে থাকে এবং নানাভাবে ইসলামকে কটাক্ষ করে থাকে। প্রচলিত অন্য ধর্মাবলম্বীদের অর্থাৎ হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ এদেরকে নিয়ে খুব কমই কটাক্ষ ও বিরোধিতা করা হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা ইসলামের বিরোধিতা করে এবং ইসলামকে নিয়ে কটাক্ষ করে। বর্তমানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিকগোষ্ঠীরা ইসলাম বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য ব্লগিং করে থাকে।

এরা ব্লগিং এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং ইসলামের বিধানগুলোকে কটাক্ষ করে বিভিন্ন লেখালেখি করে থাকে। নবী-রাসূলদের বিরুদ্ধে কাল্পনিক কাহিনী লিখে অশ্লীল ভাষায়।

কিছু ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিক ব্লগার হলো আহমেদ রাজীব হায়দার, ডা. ইমরান এইচ সরকার, অমি রহমান পিয়াল, আরিফ জেবতিক, আসিফ মহিউদ্দিন, ইব্রাহিম খলিল, তসলিমা নাসরিন প্রমুখ।

এইসকল ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিকেরা অশ্লীল লেখালেখির মাধ্যমে ইসলামকে অবমাননা করে থাকে।

৮.নাস্তিক্যবাদী অপতৎপরতা মোকাবেলায় করণীয়:

বর্তমানে নাস্তিক্যবাদীদের সংখ্যা কেবল বেড়েই চলছে যা আমাদের সকলের জন্য একটি উদ্বেগের বিষয়।নাস্তিক্যবাদীদের অপতৎপরতাও দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নাস্তিক্যবাদীরা তাদের অপতৎপরতা অনলাইন ও অফলাইন দুইভাবেই চালিয়ে যাচ্ছে। তাই তাদের অপতৎপরতা মোকাবেলায় আমাদেরকে উভয়ভাবেই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

নাস্তিক্যবাদ মোকাবেলায় আমাদের কিছু করণীয়:

৮.১ দ্বীনি শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ:

শিশুকাল থেকেই প্রতিটি শিশুর দ্বীনি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ছোট বয়স থেকেই তার অন্তরে আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসা জন্মাবে এবং আল্লাহ তাআলার সাথে তার একটি সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হবে। একইসাথে তার অন্তরে থাকবে পরকালের জবাবদিহিতার জন্য আল্লাহ তাআলার প্রতি ভয়। অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকলে সেখানে কখনোই কোনো প্রকারের বিকৃত চিন্তাধারা স্থান পাবে না।আমাদের দেশের জেনারেল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে দুনিয়াবি শিক্ষার পাশাপাশি দ্বীনি শিক্ষার প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে।

৮.২ পারিবারিক সচেতনতা:

পারিবারিক অসচেতনতার কারণেও অনেক ব্যক্তি বিপথগামী হয়ে যায়। তাই পরিবারের প্রতিটি সদস্যকেই পারিবারিক সম্পর্কের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। পরিবারের পিতামাতার তাদের সন্তানদের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। সন্তান কাদের সাথে মিশছে এই ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা অসৎ সঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও কেউ কেউ পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। শৈশব থেকেই বাচ্চার ঈমানের পরিচর্যা করতে হবে এবং তার দ্বীনি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। শিশুকে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি অনুগত হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে।

৮.৩ সামাজিক সচেতনতা:

নাস্তিক্যবাদিতার প্রচারের মোকাবেলায় আমাদের সামাজিক সচেতনতা তৈরি করতে হবে। সামাজিক সচেতনতার জন্য বিভিন্ন দ্বীনি ক্যাম্পেইন করতে হবে। বিভিন্ন দ্বীনি সেমিনারের আয়োজন করতে হবে। এসকল সেমিনারগুলোতে মানুষের ঈমান ও আকীদা নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং সেমিনারগুলোর মাধ্যমে সমাজের সাধারণ মানুষের সামনে নাস্তিক্যবাদীদের অপতৎপরতার কথা ও আমাদের বর্তমান প্রজন্মকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার মতো অসৎ উদ্দেশ্যের কথা তুলে ধরতে হবে।

এভাবে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জনমনে সচেতনতা তৈরি করতে হবে।

৮.৪ মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রচারণা:

নাস্তিক্যবাদীদের অপতৎপরতার মোকাবেলায় আমাদেরকে মিডিয়া ও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে নানা ধরনের প্রচারণা চালাতে হবে! ইসলামিক মিডিয়াগুলোর মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদীদের অনলাইনভিত্তিক ভন্ডামিগুলো সকলের সামনে প্রকাশ করতে হবে। জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত যেসকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো রয়েছে সেগুলোতে নাস্তিক্যবাদীদের কুকীর্তি ও ভন্ডামি নিয়ে বেশি বেশি লেখালেখি করতে হবে এবং প্রচার করতে হবে, যেন সকলের সামনে সেগুলো-উন্মোচিত হয়।

৯. উপসংহার

নাস্তিক্যবাদিরা যতই অপতৎপরতা চালাক, যতই ইসলামকে কটাক্ষ করে ইসলামের বিরোধিতা করুক ওরা ইসলামের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

“আর তারা কুটকৌশল করেছে, এবং আল্লাহ কৌশল করেছেন। আর আল্লাহ উত্তম কৌশলকারী।”

[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫৪]।

আমাদের কাজ হলো নাস্তিকদের সাধ্যমত সুপথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করা। আমরা সুপথে আহ্বান করার পরও যদি ফিরে না আসে, তবে আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেই দিয়েছেন যে, তিনিই তাদের বিচারের ভার নিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

“সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক জালিম আর কে?যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথচ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়। আর আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।”

[সূরা আস সফ-০৭)।